আগামীদিনে কমপিউটারের নেতৃত্ব দেবে যারা

খুলনা ভার্সিটির কমপিউটার তরুণেরা রাজনীতিবিদ ও সরকারের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ

জাকারিয়া স্বপন

দেশে সর্বশেষ যে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার নাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। খুলনা শহর থেকে ৭/৮ কিলোমিটার দূরে গল্লামারীতে বিস্তৃর্ণ ধান ক্ষেতের মাঝে ছোট একটি ভবন নিয়ে এর যাত্রা শুরু। যাত্রার প্রাক্কালেই এর চারটি বিভাগ গঠিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেই বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী আরো বিভাগ খোলা হবে। বর্তমানে চারটি বিভাগের একটি হলো কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ। দেশের কমপিউটার প্রযুক্তিবিদ তৈরীর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান এটি। প্রথমটি হলো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে মাত্র একটি ব্যাচ ভর্তি হয়েছে। কমপিউটার বিভাগটিকে বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ বলা যায়। এর অবস্থা হাটি হাটি পা পা হলেও উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার দিক দিয়ে যে এটি অত্যাধুনিক সেটাই আমাদের এই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে।

কোর্সসমূহ :

এ বিভাগের কোর্সগুলো এখনো প্রস্তাবিত পর্যায়ে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের আদলে গঠিত হয়েছে এ বিভাগের কোর্স কারিকুলাম। তবে এখানে নন্ ডিপার্টমেন্টাল সাবজেক্টের চেয়ে ডিপার্টমেন্টাল সাবজেক্ট কিছুটা বেশী। কমপিউটার-এর উপর যে বিষয়গুলো এখানে পড়ানো হবে বলে ঠিক করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত রূপটি এমন —

প্রথম বর্ষ : ১ম সেমিষ্টার—ওয়ার্ড প্রসেসিং, কমপিউটার প্রোগ্রামিং;

২য় সেমিষ্টার – ইলেকট্রনিক স্প্রেডশীট প্যাকেজ, এসেম্বলী ল্যাংগুয়েজ।

দ্বিতীয় বর্ষ : ১ম সেমিষ্টার-সিস্টেম সফটওয়ার এণ্ড ইউটিলিটি প্যাকেজ, সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট -১, ডিসক্রীট ম্যাথ, ডাটা ষ্ট্রাকচার এণ্ড এলগরিদম, নিউমেরিক্যাল মেথোড, সুইচিং থিউরী;

২য় সেমিষ্টার - ডাটাবেজ প্যাকেজ, সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট -২, অপারেটিং সিস্টেম, ডাটাবেজ মেনেজমেন্ট, কমপিউটার আর্কিটেকচার, ডিজিটাল কমপিউটার ডিজাইন।

তৃতীয়বর্ষ : ১ম সেমিষ্টার -গ্রাফিক্স প্যাকেজ, সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট -৩, মেনেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, মাইক্রোপ্রসেসর এণ্ড ইন্টারফেসিং, কমপিউটার প্যারিফেরালস্ এণ্ড এপ্লিকেশন্স;

২য় সেমিষ্টার – ষ্টেটিসটিক্যাল প্যাকেজ, কমপিউটার এণ্ড সোসিয়াল প্রবলেম, ডাটা কমুনিকেশন, ডিজিটাল সার্কিট ডিজাইন, মাইক্রোপ্রসেসর বেজড্ ডিজাইন।

চতুর্থ বর্ষ : ১ম সেমিষ্টার- প্রজেক্ট এণ্ড থিসিস -১, কমপিউটার এইডেড ডিজাইন প্যাকেজ, কমপিউটার ষ্টাণ্ডার্ডস, কমপিউটার গ্রাফিক্স, আর্টিফিসিয়াল ইনটিলিজেন্স এণ্ড এক্সপার্ট সিস্টেম, এক্সপার্ট সিস্টেম ডিজাইন, কমপিউটার সিস্টেম এনালাইসিস, কমপিউটার নেটওয়ার্কস;

২য় সেমিষ্টার - প্রজেক্ট এণ্ড থিসিস-২, সিস্টেম প্রোগ্রামিং এণ্ড সফটওয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং, প্যাটার্ন রিকগনিশন, কমপিউটার সিমুলেশন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং। এছাড়াও চতুর্থ বর্ষে কিছু ঐচ্ছিক বিষয়ও রয়েছে।

চার বছরের এই সিলেবাসে কমপিউটারের প্রায় সবদিক সম্পর্কেই ধারনা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার সুযোগ এখানে নেই।

শিক্ষকমণ্ডলী :

তিনজন শিক্ষক নিয়ে এ বিভাগটির যাত্রা শুরু। তারা হলেন -বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক আজাদ খান (বি, এস, সি, ইঞ্জি; এম, এসসি, ইঞ্জি (কম্প) বুয়েট) ; প্রভাষক মিঞা নাজমুল হক সিদ্দিক (এম, এসসি, ইঞ্জি, পূর্ব জার্মানী) এবং প্রভাষক মোঃ রফিকুল ইসলাম (এম, এসসি ইঞ্জি, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন)।

ভর্তি পদ্ধতি ও ছাত্রছাত্রী

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি বিভাগে আলাদা সার্কুলেশন ও ভর্তি পরীক্ষা হয়ে থাকে। এ বিভাগের আসন সংখ্যা ২০। এ পর্যন্ত ভর্তিকৃত ছাত্রের (কোন ছাত্রী নেই) তথ্য থেকে দেখা যায়, বেশীর ভাগ ছাত্রই যশোর বোর্ডের। এ থেকে বুঝা যায়, এ প্রতিষ্ঠানটি উক্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার একটি বিশাল সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে।

বর্তমান চালচিত্র

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যার এখনও অবকাঠামোই ঠিক হয়ে দাড়ায়নি, সমস্যাতো তার অনেক থাকবেই। তারপরও কিছু কিছু উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার। এখানে প্রথম অবস্থাতেই অত্যাধুনিক একটি কমপিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ২০ জন ছাত্রের জন্যে ২০টি কমপিউটার। প্রতিটি কমপিউটার ৮০২৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর, ৪০ মেগাবাইট হার্ডডিস্ক, ১ মেগাবাইট র‍্যাম (৪ মেগাবাইট পর্যন্ত বৃদ্ধি সম্ভব) এবং ম্যাথ কোপ্রসেসর সমৃদ্ধ। প্রতিটির রয়েছে ২টি ডিস্ক ড্রাইভ। এছাড়াও ছাত্রদের সার্বক্ষনিক ব্যবহারের জন্যে রয়েছে ২টি ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার ও ১টি লেসার প্রিন্টার (মডেল এইচপি, লেসার -৩)। আধুনিক বইপত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে লাইব্রেরী। সারাদিন ছাড়াও সন্ধ্যার পরও ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ল্যাবটি খোলা রাখা হয়।

অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে হার্ডওয়ার ল্যাব।

তাছাড়া এখনও ছাত্রবাস তৈরী হয়নি বলে ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যাটা রয়ে গেছে। বিভাগটির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বিভিন্ন সমস্যার কথা জানার লক্ষ্যে আমরা কথা বলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিভাগীয় প্রধান ও বিভাগের ছাত্রদের সাথে। তাদের বক্তব্যের মধ্যদিয়েই এর বর্তমান চালচিত্র ফুটে উঠবে বলে আমরা আশা করি।

ডঃ গোলাম রহমান
উপাচার্য,
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তার চেষ্টা ও আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। আর কমপিউটারের প্রতি তার টানটা যেন একটু বেশীই। শত ব্যস্ততার মাঝেও দুপুরের খাবারের পর পরই তিনি ঢাকা থেকে কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিনিধিকে এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার দেন। বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তরের মধ্য দিয়ে যে বক্তব্যটুকু বেড়িয়ে এসেছে, এখানে তা সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হলো -

কমপিউটার শুধুমাত্র আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র নয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্ট সেকশন থেকে শুরু করে লাইব্রেরী পর্যন্ত এটাকে প্রসারিত করার চেষ্টা আমি করছি। এমনকি আমি আমার মেডিক্যাল সেন্টারটিকেও কমপিউটারাইজড্ করতে চাই। এজন্যে আমাকে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমি প্রথম যখন এখানে আসি, তখন এখানে কমপিউটারের কোন প্রচলনই ছিলো না। তারপর আমি বলে বলে কমপিউটার বিভাগ খুলেছি এবং এর কার্যকরী প্রয়োগের ব্যবস্থা নিচ্ছি।

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দেখে যা বুঝেছি, তাহলো কমপিউটার ছাড়া বর্তমান যুগে চলা সম্ভব নয়। যেমন আমি জাপানে গিয়েছি, আমেরিকায় গিয়েছি, বৃটেন গিয়েছি, সবখানে দেখেছি, তাদের প্রতিটি সেকশন কমপিউটারাইজড। প্রডাক্টিভিটি কোয়ালিটি থেকে শুরু করে ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর - সবকিছুতেই কমপিউটার। আমাদের দেশ গরীব। কিন্তু এদেশটাকে তো আর আমরা গরীব রাখতে চাই না - ধনী বানাতে চাই। দারিদ্রতা দুর করতে হলে আমাদেরকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান আহরন করতে হবে এবং এর প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আমরা যদি আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে কমপিউটার সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে পারি, তবে দেশে এবং বিদেশে এদের প্রচুর চাহিদা থাকবে। আমি এতদিন ধরে দেখে আসছিলাম আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইণ্ডিয়া, তারা এ ক্ষেত্রে প্রতিবছর প্রচুর জনশক্তি তৈরী করছে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। আমাদের মতো দেশেও এটা হওয়া উচিত এবং আমরা খুব সহজেই এটা করতে পারি।

আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়েরা বিদেশে কমপিউটারের উপর দক্ষতা দেখাচ্ছে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে আমরা খুব ফলপ্রসূভাবে আমাদের এখানকার ছেলেমেয়েদেরকে দক্ষ কমপিউটারবিদ হিসেবে তৈরী করতে পারি। আমাদের এ লাইনে খুব ভালো প্রসপেক্ট আছে এবং আমাদের এ লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করা উচিত এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

প্রাথমিকভাবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার বিভাগ খুলতে গিয়ে আমাকে প্রচুর বাধায় পড়তে হয়েছে। বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট থেকে আমাকে বলা হয়েছে- না, আপনি কমপিউটার বিভাগ খুলবেন না। তখন আমি বলেছি, না, আমি এটা খুলবোই। আমি বিশ্বাস করি, এটা ছাড়া আমাদের উন্নতি করা সম্ভব না এবং এটা হলো বর্তমানের সবচে শক্তিশালী মাধ্যম। তাই আমাদের তরুণ সমাজকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রথমদিকে আমি ভেবেছিলাম, শিক্ষক পাওয়া যাবে কিনা? কিন্তু ইনশাল্লাহ্ আমি ইতিমধ্যে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠেছি। আমি খুবই খুশী যে, আমাদের এখানে শিক্ষকরা সকাল থেকে এমনকি রাত পর্যন্ত এখানে কাজ করে এবং ছাত্ররাও ভীষণ উৎসাহী। ভবিষ্যতের শিক্ষক সমস্যা যাতে না হয়, এজন্যে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এক্সচেঞ্জ টিচারের জন্যে লিখছি এবং দেশেও শিক্ষক নেবার জন্যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। এবং আমার মনে হয় না এটা খুব একটা সমস্যা হয়ে দাড়াবে।

বিদেশে থেকে শিক্ষক পাওয়া কিছুটা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। একটা প্রোগ্রাম ডেভেলপ্ করতে হয়, ওটা প্রসেস করতে হয়, তারপর হয়তো সেটা পাওয়া যায়। তাই আমরা চেষ্টা করছি, দেশজ জনশক্তি দিয়ে সমস্যাটা সমাধান করতে। আমরা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম এবং বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রচুর লোক আমরা পেয়েছিলাম এবং তাদের নাম আমাদের কাছে আছে। কিন্তু আমরা কিছু সিনিয়র শিক্ষক খুজছি। এটা একটা সমস্যা বটে। আসলে সিনিয়র শিক্ষক দেশে নেই।

বুয়েটেও কমপিউটার বিভাগ রয়েছে। ওখানে দক্ষ লোক রয়েছে। আমরা চেষ্টা করবো আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে ওদের ওখানে পাঠিয়ে ওদের ইনষ্ট্রুমেন্টগুলো দেখিয়ে আনতে। আসলে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন কোনদিক দিয়েই পিছিয়ে না থাকে সেদিকে চেষ্টা করবো। তাছাড়া আর বছর দেড়/ দুই এর মধ্যেই বুয়েট থেকে কমপিউটার গ্রাজুয়েট বেরুবে। তখন তারা এসে এখানে শিক্ষক হিসেবে জয়েন করতে পারবে। সত্যিকারের সুন্দর পরিবেশ তখন অবশ্যই তৈরী হবে।

দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভূমিকা রাখতে পারে। তারা পুরো মাত্রায় আলাদা বিভাগ না খুললেও প্রত্যেক সাবজেক্টের ছেলেমেয়েদেরকে কমপিউটার কোর্স শেখাতে পারে। যেমন আমরা এখানে প্রতিটি বিভাগকে কমপিউটার শিখাচ্ছি। এছাড়া কমপিউটার কাউন্সিল এবং সোসাইটিগুলোর উচিত সরকারকে ব্যাপক কমপিউটারায়নের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেয়া। বাংলাদেশে কমপিউটার এসেছে অনেক আগেই। আমার ব্যক্তিগত ধারণা আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিলে আরো বেশী দক্ষ জনশক্তি তৈরী করতে পারতাম এবং এ জনশক্তি দেশে ও বিদেশে কাজে লাগাতে পারতাম। তাছাড়া এখন কমপিউটার ছাড়া উচ্চশিক্ষাও কষ্টকর হয়ে উঠবে। বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের ছেলেরাও আমাদের দেশে কমপিউটারকে ভয় পায়, অথচ, বর্তমানে এটা খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। আমার মনে হয়, স্কুল লেভেল থেকেই কমপিউটার পরিচিতি শুরু করা উচিত।

মানুষের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা তৈরীর জন্যে কমপিউটার কাউন্সিল ও সোসাইটির এগিয়ে আসা উচিত। এদিক দিয়ে মাসিক কমপিউটার জগৎ খুব সুন্দর ভূমিকা রাখছে। আমি এ পত্রিকাটি প্রথম দেখি মিঃ মতিন পাটোয়ারীর বাসায় এবং সেখান থেকে আমি একটি নিয়ে আসি, তারপর আমি এটা আমার কমপিউটার বিভাগের প্রধানকে দেই এবং বলি আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এবং বিভাগও যেন এ পত্রিকাটির গ্রাহক হয়। এ পত্রিকার মান ভালো এবং খুবই উপযোগী। আমি এর আরো কলেবর বৃদ্ধি কামনা করছি। বাংলায় এমন ভালো টেকনিক্যাল পত্রিকা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

মোঃ মোজাম্মেল হক আজাদ খান
বিভাগীয় প্রধান
কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিভাগটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে আমরা বিভাগীয় প্রধান জনাব আজাদ খান -এর। তার অফিস কক্ষে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যটুকু নীচে তুলে ধরা হলো।

আমার মতে দেশে তিন ধরনের কমপিউটার জনশক্তি তৈরী করা উচিত। প্রথমতঃ কমপিউটার বিশেষজ্ঞ, যারা কমপিউটার সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে হার্ডওয়ারও তৈরী করতে পারবে। মূলতঃ আমরা ও বুয়েট এধরনের বিশেষজ্ঞই তৈরী করছি। দ্বিতীয়তঃ হলো মধ্যম স্তরের, যারা মুটামুটি কমপিউটার অপারেট ও ছোটখাট কাজ করতে পারবে। আর তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে, ডাটা এন্ট্রি বা এ ধরণের কাজের জন্যে অপারেটর। আমাদের দেশে ফরমাল এডুকেশন কেবলমাত্র প্রথম গ্রুপের জন্যে হয়ে থাকে। অন্যান্য গ্রুপেরও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা দরকার।

আরেকটি লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হলো, টেকনিক্যাল শিক্ষার একটি বড় দিক, পাশ করার পর এদেরকে কাজে লাগানো। আমাদের দেশে কমপিউটারের উপর কেমন জনশক্তি দরকার এবং কিভাবে ও কিহারে সেটা তৈরী করা হবে- তার একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আমাদের এখনই থাকা দরকার। বিচ্ছিন্নভাবে আমরা কথা বলে চলেছি। নির্দিষ্টভাবে ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমাদের কাজ করা উচিত। আমার মনে হয় এব্যাপারটি সবচে বেশী জোর দেয়া উচিত যে, আমাদের কিধরণের লোকের দরকার এবং সেটার পরিমান কত। তারপর আমাদের সেই চাহিদা অনুযায়ী লোক তৈরী করা উচিত। অন্যথায়, পাশ করার পর এদেরকে ঠিকভাবে কর্মসংস্থান করতে না পারলে সেটা অমঙ্গলকর হবে।

আমাকে এবং বুয়েটের ডঃ মাহবুবুর রহমান স্যারকে প্রায়ই একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, সেটা হলো এখান থেকে কমপিউটারের উপর গ্রাজুয়েট করে ছেলেমেয়েরা কি দেশে থাকবে? এতে দেশের ক্ষতি নয় কি? এটা অবশ্য ঠিক, পাশ করে এদের অনেকেই থাকবে না। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের বসে থাকলে চলবে? এদেরকে দেশে রাখার জন্যে পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

আমাদের এটা সম্পূর্ণ নতুন বিভাগ। আমাদের বিভিন্ন ল্যাবগুলো ধাপে ধাপে স্থাপন করা হচ্ছে। প্রথম বর্ষে আমারা কমপিউটার ল্যাব বসিয়েছি। দ্বিতীয় বর্ষে গিয়ে আমাদের ডিজিটাল টেকনিক ল্যাব লাগবে, ওটাও স্থাপন করার কাজ প্রায় শেষের পথে। এছাড়া আমরা এখনও পদার্থ ও রসায়ন ল্যাব খুলতে পারিনি। আপাততঃ ছাত্ররা খুলনা বিআইটি-তে গিয়ে ওদের ল্যাবে কাজ করে। অদূর ভবিষ্যতেই আমরা এ সমস্যা কাটিয়ে উঠবো। আমাদের কমপিউটার ল্যাব সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। যে কোন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা যে কোন সময় কমপিউটার ল্যাব ব্যবহার করতে পারে। আর আপাততঃ আমাদের শিক্ষক সমস্যা নেই, কেননা, একটা ব্যাচের ক্লাস কম। ব্যাচ বেড়ে গেলে হয়তো কিছুটা সমস্যা দেখা দেবে। তবে আমরা ইতিমধ্যেই নতুন আরো শিক্ষক নেবার উদ্যোগ নিয়েছি। অবশ্য নন্ ডিপার্টমেন্টাল কিছু বিষয়ে আমাদের শিক্ষক না থাকায় শহরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (যেমন বিআইটি, বিএল কলেজ ইত্যাদি) থেকে শিক্ষক এনে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। আমার মনে হয়- শিক্ষক সমস্যা হচ্ছে না।

আমাদের এখানকার মান সম্পর্কে বলতে গেলে, বলতে হয়, আমরা আমাদের কোর্সগুলো তৈরী করেছি আন্তর্জাতিক মানের। কিন্তু শুধুমাত্র ক্লাসের লেখাপড়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুব একটা ভালো হয় না, যদি না ছাত্ররা বাইরের লেখাপড়াও করে। সেদিক থেকে খুলনায় এ সুযোগটা নেই, যেটা ঢাকায় আছে। ঢাকায় লাইব্রেরীগুলোতে প্রচুর বই ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে ম্যাগাজিন দিতে ও লাইব্রেরীতে আরো বই আনতে।

বাংলাদেশে কমপিউটারায়নের ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে, প্রথমেই বলতে হয়, আরো গতিশীল পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এরজন্যে প্রথমেই জনগণের মনে ব্যাপক পরিচিতির ব্যবস্থা করা উচিত। সরকার, কমপিউটার কাউন্সিল এবং পত্রপত্রিকাগুলো এব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে। কমপিউটার বিষয়ক ম্যাগাজিন ছাড়াও দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো এবং টেলিভিশনে-এর ব্যবহার, ভবিষ্যত ক্ষেত্র ইত্যাদি নিয়ে প্রচারনা করতে পারে। এতে কমপিউটার সম্পর্কে মানুষের ভীতি কেটে যাবে এবং জনশক্তি তৈরীতে এটা ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে। এরপর যখন কমপিউটার ইণ্ডাষ্ট্রি তৈরী হবে, তখন মানুষ খুব সহজেই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবে। মানুষ সচেতন হলে দেশের উন্নতি তড়িৎ সম্ভব।

ছাত্রদের সাথে এক সন্ধ্যা

কমপিউটার জগৎ এর পক্ষ থেকে আমরা কমপিউটার বিভাগের ছাত্রদের সাথে এক সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাড়া করা বাসায় মিলিত হই। কমপিউটার জগৎ এর প্রতিনিধিকে তাদের মাঝে পেয়ে তারা এতই আনন্দিত হয়েছিলো যে সবাই মিলে একটি ঘোলমিটিং এর ব্যবস্থা করে ফেলে। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের প্রায় সবার সাথে খুব একটি রুমে আলোচনা চলতে থাকে। প্রাণদীপ্ত সব তরুন, চোখ সবার ধ্রুবতারার চেয়েও জ্বলজ্বলে। প্রতিটি চাহনীর নীচে এক একটি প্রতিজ্ঞার ছাপ। দেশ জাতি এবং কমপিউটারের প্রতি ওদের ভালোবাসা আমাকে কলম ধরতে নতুন করে উৎসাহ যোগাচ্ছে। শাইক নামের তেজদীপ্ত তরুনটি আমাকে রিপোর্টিং এর ব্যাপারে অমানুষিক পরিশ্রম করে সহায়তা করেছে। তারপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না। বুকভরা আশা-ভরসা ও বুদ্ধীতে শানিত তরুন, ভবিষ্যতের কমপিউটার প্রযুক্তির ধারক ও বাহকদের কয়েকজনের তাৎক্ষনিক অনুভূতি এখানে তুলে ধরা হলো।

"অংকের প্রতি আমার মনোযোগ বরাবরই বেশী। তাই আমি কমপিউটারে পড়তে আসি। দেশের জন্যে আমি কিছু করতে পারবো বলে মনে হয় না, কেননা, আমাদের যারা রাজনীতিবিদ তাদের কর্মপন্থা ও চিন্তাভাবনা আমাকে হতাশ করেছে। দেশের কথা ভেবে আজ আমি সত্যিই হতাশ। এদেশে সৎভাবে বেঁচে থাকা, টিকে থাকা এবং আমার মেধাকে কাজে লাগানো খুবই কঠিন। এদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।"

মোঃ মনিরুল ইসলাম (মনির)

"আমাদের দেশে কাজ করার পরিবেশ তৈরী হয়নি। আমাদেরকে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমরা নীতি নির্ধারকদের উপর চাপ সৃষ্টি করবো। আমরা দেশে কমপিউটার শিল্প গড়ে তুলবো। সর্বস্তরে কমপিউটার প্রচলন করার চেষ্টা করবো। আমাদের কাজ করার পরিবেশ আমাদেরকেই তৈরী করে নিতে হবে। কমপিউটারায়নের পথে মাসিক কমপিউটার জগৎ নিরলস পরিশ্রম ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে বলে ধন্যবাদ।"

মোঃ মুজিবুর রহমান (মুজিব)

"বাংলাদেশে কমপিউটার ইণ্ডাষ্ট্রি গড়া হোক। আমরা যাতে পাশ করে গবেষণা করতে পারি, দেশকে প্রযুক্তির দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তার ক্ষেত্র তৈরী করা হোক। দেশের মেধা বাইরে চলে যাওয়াটা আদৌ সুখকর নয়। এছাড়াও চাকুরীর ব্যাপারে কমপিউটার বিজ্ঞানীদের নীতিমালা তৈরী হওয়া উচিত।"

মোঃ আনোয়ার হোসেন

"আমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে আশাবাদী। পাশ করে আমি প্রথমে দেশে গবেষণা বা ক্রিয়েটিভ ধর্মী কোনও সুযোগ পেলে কাজ করবো নতুবা বিদেশে চলে যাবো। ডাটা এন্ট্রির মতো সম্ভাবনাময় একটি শিল্প গড়ে তুলতে আমাদের নীতিনির্ধারকরা যেখানে আগ্রহ প্রকাশ করছেন না, সেদেশে মানুষের জীবন যাত্রার মান কোনদিন ভালো হবে, তা অনিশ্চিত। আমি নিজের মেধাকে কাজে লাগাতে চাই।"

- শামীম

"অফিস ইণ্ডাষ্ট্রিতে আরো ব্যাপক কমপিউটার প্রচলন করা উচিত। এর পাশাপাশি কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোর মান নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা খুব শিগ্রই করা উচিত। মফস্বল শহরে কমপিউটার শেখানোর নামে মানুষকে প্রতারিত করা হচ্ছে। এটা চলতে থাকলে একসময় এরা জটিলতা ও বেকারত্ব বাড়িয়ে তুলবে। কেননা, বর্তমানে মানুষ কমপিউটার শিখছে চাকুরী পাবার আশায়। এছাড়াও সরকার এরকম একটি সম্ভাবনাময় প্রযুক্তিকে কেন ব্যবহারের জন্যে এগিয়ে আসছে না, সেটা বোধগম্য নয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আমাদের দেশকে দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেশে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে না উঠলে, এদেশের প্রতিবাদী ছাত্রসমাজ এসরকারকে ক্ষমা করবে না"

ইশতিয়াক আহমেদ (শাইক)।

"আমি শুধুমাত্র বলতে চাই, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেইনফ্রেম ও একটি মিনি কমপিউটার স্থাপন করা হোক। প্রচুর ম্যাগাজিন ও বইপত্র দেয়া হোক। আমি চাই একজন পূর্ণাঙ্গ কমপিউটার বিজ্ঞানী হতে। শিক্ষাজীবন যেন দীর্ঘায়িত না হয়।"

মোঃ সফিউল্লা (মামুন)।

"আমি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা চাই। আমরা সবাই কোন না কোনও ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া দেশে শিল্পস্থাপন ও উন্নতি সম্ভব নয়। স্বার্থান্বেষীর রাজনীতি বন্ধ হোক। আমাদের শিক্ষাজীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হোক। আমরা আমাদের মেধাকে দেশের উন্নতিতে দিতে চাই। প্রযুক্তিগত উন্নতি ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই।"

মোঃ নজরুল ইসলাম।

"বিশ্বের উন্নয়ন যেখানে কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত, সেখানে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াও কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। দেশের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো এমন আশা নিয়েই কমপিউটার বিভাগে পড়তে আসা। দেশের উন্নয়নের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই বিষয়টির প্রতি সরকারের গতিশীল পদক্ষেপ প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের কর্মসংস্থানেরও সুষ্ঠ পরিকল্পনা এখনই হাতে নেয়া উচিত। উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ পেলে, আমরা আমাদের মেধার চরম বিকাশ ঘটাতে পারবো বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।"

মোঃ আনিসুর রহমান।

"কমপিটার সাইন্স ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর উপর লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে আমি যতটাই আনন্দিত, দেশে আমাদের কাজ করার মত পরিবেশ তৈরী না হওয়ায় এমনকি এটা নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনা এখনও শুরু হয়নি দেখে আমি ততটাই হতাশ। আমাদের দেশে বড় রাজনীতিবিদ নেই, বড় অর্থনীতিবিদ নেই, নেই বড় কোন পরিকল্পনাবিদ-তাই আমাদের দেশ এতটাই গরীব। কিন্তু আমাদের প্রচুর প্রবাসী বড় বড় কমপিউটারবিদ রয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব?"

লিখন

শেষকথা

দেশে কমপিউটার এসেছে অনেক আগেই। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমপিউটার কাউন্সিলও প্রতিষ্ঠা হয়েছে বহুদিন আগে যার প্রধান কাজ ছিল সরকারকে কমপিউটারায়নের পথে পরামর্শ প্রদান ও কমপিউটারের দক্ষ জনশক্তি তৈরীর ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া। কমপিউটার সোসাইটি এবং ক্লাবও হয়েছে কয়েকটি — যারা সুন্দর একটি পরিবেশ তৈরীতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারতো। কিন্তু কোথায় ? গত সাত-আট বছরে আমাদের দেশ কমপিউটারের ব্যাপারে কতটুকুই বা এগিয়েছে ? এ সব প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতাই বা আসলে কি ? দায়িত্ব ন্যস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান থাকা সত্বেও কমপিউটার জগৎ-এর মতো একটি পত্রিকা কমপিউটারকে ব্যাপক পরিচিতির লক্ষ্যে গ্রামে পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে, সাইন বোর্ড সর্বস্ব এসব প্রতিষ্ঠানগুলো তাহলে করছেটা কি ? খুলনা ভার্সিটির শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ ধরণের অসংখ্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে সারাক্ষণ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার বিভাগ খোলা হয়েছে, এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও খোলার প্রস্তুতি চলছে। যারা পাশ করবে, তাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কোন পদক্ষেপ আজো নেয়া হয়েছে কি ? দেশের সবচে' মেধাবী ছেলেমেয়েরা দেশে-বিদেশে কমপিউটারের উপর লেখাপড়া করছে, অথচ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়নি। এদিকে নীতিনির্ধারকদের ধারণাও অস্পষ্ট। কিছুদিন আগেই একজন মন্ত্রী মহোদয় কমপিউটার বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, দেশে বেশী কমপিউটার প্রচলন করলে নাকি বেকারত্ব বেড়ে যাবে। অথচ খোদ আমেরিকাতেই কমপিউটার তথ্য প্রযুক্তি সার্ভিস সেক্টরে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ১৯৮৭ সালে ছিল প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষ ১৯৯০ সালে এটা বেড়ে হয়েছে ২৪ লক্ষ, যারা প্রত্যক্ষভাবে এর সাথে জড়িত এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ২৭ লক্ষ লোক। কমপিউটার প্রবর্তণের ফলেই এ বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। বিশ্ব দূরে থাকুক, আশেপাশের দেশের দিকেও তাঁদের নজর নেই ? ১৯৬০ এর দশক, ১৯৭০-এর শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতায় কমপিউটারের সংখ্যা ছিল সারা ভারত, এমনকি দূরপ্রাচ্যের মোট কমপিউটারের চাইতে বেশি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সবার আগে কমপিউটার চর্চা, এমনকি সফটওয়্যার তৈরী শুরু হয়েছিল কলকাতায়। সে কলকাতা দশক দশক পিছিয়ে যায় রাজনীতিকদের এধরণের অবাস্তব ধারণায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু নিজেও একদা মনে করতেন, তাঁর রাজ্যে কমপিউটার এলে বেকারত্ব বাড়বে। কিন্তু সে ভুল আজ তাঁর ভেঙ্গেছে। আজ বাঙ্গালোর, বোম্বাই ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে পিছিয়ে পড়া পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য জ্যোতিবসু কমপিউটার কেন্দ্রের পর কেন্দ্র উদ্বোধন করতে যান। যে জ্যোতিবসু দশবছর আগে কমপিউটার বিরোধী আন্দোলনে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, আজ তিনি বলছেন: "ইলেকট্রনিক্স ও কমপিউটার এখন আর মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত থাকতে পারে না। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বিশ্বের সাথে আমাদের মেধা, বুদ্ধি, প্রযুক্তির বিনিময় ও মিশ্রন ঘটাতে হবে। এ ধরনের যে কোন প্রকল্পের জন্য থাকবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বাত্মক সমর্থন।

আজ সল্টলেকে গড়ে উঠেছে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স। পশ্চিমবঙ্গ যেসব কারণে আবার দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার তথ্য প্রযুক্তির কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে, সেসব সুবিধা কমবেশী বাংলাদেশেরও আছে। ভারতের একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় পশ্চিম বঙ্গের যেসব সুবিধার কথা লিপিবদ্ধ করেছে, তার মধ্যে আছে, (১) পর্যাপ্ত জনশক্তি, নিম্ন জীবনযাত্রার ব্যয় (২) জমির দাম কম, (৩) অবকাঠামো নির্মাণে কম খরচা, (৪) কলকাতা শহরের কয়েকটি অংশে টেলিযোগাযোগের বিস্তার, (৫) সল্টলেক সহ কয়েকটি ইলেকট্রনিক ও কমপিউটার পল্লীতে নির্বিঘ্নে বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধা, (৬) কলকাতায় টিআই-এর পর ভারতের প্রথম ৬৪ কেবি উপগ্রহ প্যাড চালু হতে যাচ্ছে এপ্রিল মাসে। এ প্যাড চালু হলে ডাটা এন্ট্রি ও প্রোগ্রামিং ইণ্ডাস্ট্রী মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ —— বাঙ্গালী মেধাবুদ্ধি নিয়ে হয়ে উঠবে বিশ্ব তথ্যশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকেরা কমপিউটারের বিরোধিতা করে নিজ প্রদেশকে যখন দশ বিশ বছর পিছিয়ে দিয়ে আবার অতি দ্রুত নিজেদের ভ্রান্তি সংশোধন করছেন, তখন বাংলাদেশের মন্ত্রী পরিকল্পনা একাডেমীতে বিদেশী অভ্যাগতদের সামনে বলেছেন, কমপিউটারে বেকারত্ব বাড়ে। আসলে বেকারত্ব মোচন, সার্বক্ষণিক পূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থানে জাতিকে সমৃদ্ধ করার জন্যই কমপিউটার ও এ প্রযুক্তির শিক্ষা প্রয়োজন। ভারতে প্রতি বৎসর ১০ হাজার মেধাবী তরুণ কমপিউটারের লংকোর্সে ভর্তি হচ্ছে ; তার মধ্যে ৫ হাজার তরুণ ২/১ বৎসর মেয়াদী প্রোগ্রামিং পরিকল্পনা, রক্ষণাবেক্ষনে অর্জন করছে বুৎপত্তি, বাকী ৫ হাজার অর্জন করছে গ্রাজুয়েশন। বছরে সেদেশে ২৫/৩০ জন পিএইচডি অর্জন করছে, কমপিউটার বিজ্ঞানে। এখন ভারত বুঝতে পারছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে অতিদ্রুত কমপিউটার শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে তুলতে না পারলে নূতন যুগে কর্মসংস্থান বজায় রাখা যাবে না। শুধু ইংরেজী ভাষায় নয়, জাপানী সহ বিভিন্ন এশীয় ও বিদেশী ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরীর জন্য ভাষাজ্ঞান সহ কমপিউটার ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য শুরু হয়েছে নব পর্যায়ের শিক্ষণ প্রশিক্ষণ। বাংলাদেশে আমরা কোথায় ?

দেশে একটি সফটওয়ার হাউজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো, যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি কাজ করার স্থান পেতো। আমরা উন্নয়নের চেষ্টা রেখে উন্মাসিকতায় মুখ ফিরিয়ে থাকি। সহযোগিতা করার বদলে সংদাবীর বিরোধীতা করি। দেশের মঙ্গল করার প্রতিষ্ঠানে বসে আত্মমঙ্গলে ব্যস্ত থাকি। কমপিউটারের দায়িত্ব ন্যস্ত প্রতিষ্ঠান ও নীতিনির্ধারকরা কি আজ আত্মমঙ্গলে ব্যস্ত ? খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিভাগের প্রতিটি ছাত্রের চোখে আমি প্রতিবাদের আগুন দেখেছি, ঘৃণার বাষ্প দেখেছি। কোমল প্রাণ সেসব তরুণ যারা দেশকে ভালোবাসে মায়ের মত তারা আজ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার কথা ভাবে হতাশ ভঙ্গিতে। দেশে বসে বিদেশের কাজ করার সুত্র যখন প্রসারিত হচ্ছে দেশে দেশে তখন আমাদের মেধাকে বাইরে চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। রাজনৈতিক দিক নির্দেশনার অভাবেই আজ এ ধরণের ঘটনা ঘটছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইসব তরুণ বিক্ষুব্ধ নিরুদ্যম নীতি নির্ধারকদের —— যাদের কারণে ডাটা এন্ট্রি শিল্প আজো বাংলাদেশে গড়ে উঠেনি। যাদের কারনে দেশের লক্ষলক্ষ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। সরকার এবং সরকারের সেসব আমলাদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হচ্ছে নবীনদের প্রাণে। এ ক্ষোভ ও দাবী এখন চারদিকে আকাঙ্খা ও ধ্বনির মত উচ্চারিত হচ্ছে। জাগরণ সৃষ্টি হচ্ছে। এ আকাঙ্খাকে নেতৃত্ব দেবার জন্য যাদের জাতীয় নেতৃত্ব নিতে হবে কমপিউটারের দিগন্তে, তারা এখন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাড়া করা মেস-হলে তক্তপোষের উপর বসে গ্রহণ করছে সংকেত। এ অজ্ঞতা, বিমুখতা ও দায়িত্বহীনতার বিরুদ্ধে জ্ঞান, উদ্যম, দায়িত্বের শপথ। □

IBM এর আদি নাম কি?

১৯১১ সালে যখন আইবিএম কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর নাম ছিল কমপিউটিং ট্যাবুলেটিং রেকর্ডইং কোং যেটিকে সংক্ষেপে সিটিআর বলে ডাকা হতো। ১৯২৪ সালে এই নাম পরিবর্তন করে আইবিএম প্রতিষ্ঠা করেন টম ওয়াটসন সিনিয়ার।

মডুলার কাকে বলে ?

স্ট্যাণ্ডার্ড কমপাটিবল একক নিয়ে কোন হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার তৈরি-করণকে মডুলার বলা হয়। স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিট একত্রিত করে অনেক ধরণের পছন্দমত কনফিগারেশন তৈরি করা যায়।

কমপিউটার শেখায় মেয়েরা পারদর্শী

কমপিউটার শেখা ও পরিচালনায় মেয়েরা যে এমন পারদর্শী ও দক্ষ হবে, ডঃ নুরুল ইসলাম তা ভাবতে পারেননি। তিন থেকে ছয় সপ্তাহে ছেলেরা যেটুকু শেখে, মেয়েরা তা ধরে ফেলছে মাত্র এক সপ্তাহে।

'ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও কর্মানুরাগে মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে।' —— মাত্র ন' দিন আগে কমপিউটার দেখেছে ও স্পর্শ করেছে যে মেয়েরা, তাদের দেখিয়ে বললেন ডঃ ইসলাম।

তিনি আইএসআই-এর পরিচালক। মঞ্জুরী কমিশনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসরঞ্জাম উন্নয়ন ও ব্যবহার শিক্ষাদানের এই ইনষ্টিটিউটে ভার্সিটির মেধাবী অধ্যাপক, গবেষক ছাড়াও পেশাদার লোকজন কমপিউটার শেখেন। তাদের সাথে উইষ্টারের ব্যাচই করা মেয়েদের প্রশিক্ষণের তুলনা করে এ ভাষায় কথা বলেছেন তরুণ ও প্রবীণ প্রশিক্ষকগণও।

ছোট্ট একটি কক্ষ। তিন সারিতে নয়টি পিসি। প্রতিটি পিসিতে দুজন করে মেয়ে ডাটা এন্ট্রির জন্য প্রয়োজনীয় বুৎপত্তি অর্জনের প্রায় শেষ পর্যায়ে ডিবেজ-এর কিছু প্রয়োগ লক্ষ্য করছিল। এ মেয়েরা অনেকেই কলেজ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। কেউ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। কেউ বিদুষিনী। কেউ গৃহবধু পলিটেকনিক শিক্ষয়িত্রী। অনেকেই সদ্য স্নাতক ও অনার্স করা, কর্মজীবন বা সংসার শুরু করেননি। ডাটা এন্ট্রি শিল্পের জন্য মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেবার বিজ্ঞাপন দেখে উইষ্টারের কাছে আবেদন জানিয়েছে যে শত শত মহিলা ও ছাত্রী এরা তাদেরই কয়েকজন। উইষ্টার হচ্ছে বিশ্বনারী বিজ্ঞান আন্দোলনের এশীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত নাম। পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম এ সংস্থার পৃষ্ঠপোষক। যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর শমসের আলী বাংলাদেশ উইষ্টারের উপদেষ্টা। এর উদ্যমী সংগঠক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শাহিদা রফিক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রদত্ত সমর্থন ও সহায়তায় সম্ভাবনাময় ডাটা এন্ট্রি শিল্পের চাহিদা সামনে রেখে ধানমণ্ডি ১৯ নম্বর সড়কে আইএসআই-তে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন। রমজানে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। তারপর জাতীয় মহিলা সংস্থার তত্ত্বাবধানে উইষ্টার নিজেই গড়ে তুলবে মেয়েদের কমপিউটার প্রশিক্ষণের কেন্দ্র। সেকেণ্ড প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। ডঃ শাহিদা রফিক বললেন, একটা মেয়েকে প্রশিক্ষণ দেবার অর্থ, পুরো পরিবারকে কমপিউটার চর্চায় নিয়ে আসা। মা বা বোন যখন কমপিউটার শিখতে যাচ্ছে, তখন সন্তান ও ভাইয়েরা এ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রসারের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়ে। মাত্র তিনশ টাকা ফী নিয়ে উইষ্টার এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

প্রশিক্ষণার্থী মেয়েদের সাথে কথা বলতে কমপিউটার জগৎ-এর উপদেষ্টা সম্পাদক মোঃ আবদুল কাদের গিয়েছিলেন আইএসআই তে। মেয়েদের জিজ্ঞাসা ছিল, দু'সপ্তাহের এ প্রশিক্ষণ কমপিউটারের ব্যাপারে তাদের অন্তহীন আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে, কিন্তু এর পর তারা কমপিউটার চর্চার সুযোগ কোথায় পাবেন। দ্বিতীয়তঃ, ডাটা এন্ট্রি শিল্প বাংলাদেশে আসবে তো ? এবং যদি আসে, তাহলে তারা কাজ সংগ্রহ করবেন কীভাবে ?

কমপিউটারে সাক্ষরতা অর্জনের পর কমপিউটার চর্চা ও প্রয়োগের জন্য অবকাঠামো, ক্লাব ও কর্মক্ষেত্রে গড়ে উঠেনি, এ সীমাবদ্ধতার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল মেয়েরা। এ ব্যাপারে কমপিউটার জগৎ যে কোন সময় সহযোগিতার হাত বাড়াবে বলে জানানো হয়, দ্বিতীয়তঃ, ডাটা এন্ট্রির কাজ কেবল বিদেশ থেকে আসেনা, দেশে ব্যাংক, বীমা, কলেজ, ভার্সিটি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এনজিও ডাটা এন্ট্রির কাজ করে ও করায় প্রচুর। এ তথ্য মেয়েদের এমনকি অনেক প্রশিক্ষকের জানা নেই। তৃতীয়তঃ কমপিউটারে তালিম প্রাপ্ত জনশক্তির কোন ইনভেন্টরী বা তালিকা-নির্ঘন্ট তৈরী হয়নি।

যা থেকে কর্মদাতা প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত প্রার্থী বেছে নিতে পারে। প্রশিক্ষনদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রশিক্ষার্থীদের মান অনুযায়ী, লক্ষ্য অনুযায়ী গ্রুপে বিভক্ত করে তালিকা তৈরী করলে কমপিউটার সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠান তার সমাহার ঘটিয়ে জাতীয় ইনভেন্টরী তৈরীতে হাত দিতে পারে। এটার সুবর্ন সুযোগ যাচ্ছে এখন। উইষ্টারের কর্মসূচীতে আসা বেশ কয়েকজন প্রশিক্ষার্থী পরবর্তী স্তরে উইষ্টারের প্রশিক্ষিকা হবেন।

উইম্যান ইন সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি, এশিয়া রিজিওন —— WISTAR এবং ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন এ কোর্স চালু করে ৩রা ফেব্রুয়ারী। সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সারওয়ারী রহমান, জাতীয় মহিলা সংস্থার সভানেত্রী সেলিমা রহমান এমপি, মঞ্জুরী কমিশন সদস্য প্রফেসর মোশাররফ হোসেন খান, প্রযুক্তি বিভাগের যুগ্মসচিব বেগম খোদেজা আজম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

— নাজীম উদ্দিন মোস্তান